দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 13 JUN 1995 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

দেশের অর্ধেকের বেশি শিশু শিক্ষার সুযোগ পায় না

।। আবদুল্লাহ আল ফারুক ।।

দেশের অর্ধেকেরও বেশি শিশু এখনো শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থাকছে। এর কিছু অংশ স্কুলমুখোই হতে পারছে না। বাকি অংশ ভর্তি হবার পর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করেই ঝরে পড়ছে। এ হিসেব সরকারের।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ঃ দেশে বর্তমানে শিক্ষিতের হার শতকরা ৩৫ দশমিক ৩ ভাগ। প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির বয়স ৬ থেকে ১০ বছর বলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ১৯৯৪ সালে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৭৫ লাখ। এর মধ্যে স্কুলে ভর্তির সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৫২ লাখ। ভর্তির হার শতকরা ৮৭ ভাগ। অর্থাৎ সরকারি হিসেবেই ১৩ ভাগ শিশু স্কুলমুখো হতে পারছে না। ভর্তি হওয়া শিশুদের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করেই ঝরে যাচ্ছে। ভর্তি হওয়া বালক ও বালিকার আনুপাতিক

শিশু ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৬

শিশু ঃ শিক্ষার আলো পায় না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হার ৫৪ঃ৪৭। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিশুদের স্কুলে না যাওয়া, স্কুল ত্যাগ ও অনিয়মিত উপস্থিতির অন্যতম কারণ দারিদ্র্য। প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় কিছু অগ্রগতি হলেও এখনো শিশু ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার কমানো, শ্রেণীকক্ষ বৃদ্ধি, বেঞ্চ ও শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ, এবং শিক্ষার মান বৃদ্ধি প্রয়োজন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সংক্রান্ত টাস্কফোর্স এগুলোকে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে বর্তমানে সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৭শ' ১০টি। নিবন্ধিকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪ হাজার ৮শ' ৭টি এবং অনিবন্ধিকৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩ হাজার ৬শ' ৪৮টি। সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা ১ লাখ ৬৪ হাজার ৯শ' ৪৮ জন। নিবন্ধিকৃত বিদ্যালয়ে ৫৯ হাজার ২শ' ২৮ জন এবং অনিবন্ধিকৃত ১৪ হাজার ৫শ' ৯২ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োজিত রয়েছেন। শিক্ষক ও শিক্ষিকার অনুপাত হচ্ছে ৭৫ঃ২৫।

২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষার ঘোষণা দেয়া হলেও তার মধ্যেও রয়েছে নানা ফাঁক-ফোকর। এ লক্ষ্যে শিশু ভর্তির হার '৯৫তে এবং ছাত্রী ভর্তির হার '৯৪তে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ সরকারে হিসেবেই ৫ ভাগের বেশি শিশু থাকছে নিরক্ষর। এছাড়া প্রাথমিক পর্যায় থেকে ঝরে পড়া শিশুর সংখ্যা ৩০-এ নামিয়ে আনারও লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। এসব নিরক্ষরকে বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে অক্ষর জ্ঞান করে তোলার যে ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তাতে এই হার ধরা হয়েছে ৬২ ভাগ।